মেহেরপুরে ৬ গ্রাম হেরোইন ও নগদ টাকাসহ নারী গ্রেপ্তার

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর নতুন গ্রামের মসজিদপাড়া এলাকা থেকে ৬ গ্রাম হেরোইন ও মাদক বিক্রির ৫ হাজার ৭৫০ টাকা উদ্ধারসহ নাজমা খাতুন ওরফে খুশি খাতুন (৩৮) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে চকশ্যামনগর এলাকার একটি বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নাজমা খাতুন ওই এলাকার সমিরুল ইসলাম ওরফে আজিলের স্ত্রী।

পুলিশের অভিযানে তার কাছ থেকে ৬ গ্রাম হেরোইন ও নগদ ৫ হাজার ৭৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে আনারকলি চাষে নতুন সম্ভাবনা

ইউটিউবে প্যাশন ফ্রুট চাষের ভিডিও দেখে আগ্রহ তৈরি হয় মেহেরপুর সদর উপজেলার যুবক মিঠুর। সেই আগ্রহ থেকেই শুরু করেন নতুন এই বিদেশি ফলের চাষ।

প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে প্যাশন ফ্রুট বা স্থানীয়ভাবে ‘আনারকলি’ চাষ করে এখন সফলতার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। কোথাও কোথাও এ ফলকে ট্যাং ফল বলে ডাকা হয়।

বছরজুড়ে সবজি চাষের জন্য পরিচিত সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর।

ধান, কলা ও বিভিন্ন ধরনের সবজির পাশাপাশি এবার জেলার কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নতুন এই ফল। সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের মিঠু দেড় বিঘা জমিতে ২৩০টি চারা রোপণ করে গড়ে তুলেছেন আনারকলির বাগান।

মিঠু পারিবারিকভাবেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে কলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজির ব্যবসা করে আসছেন তিনি। নতুন কিছু করার চিন্তা থেকেই ইউটিউবে বিভিন্ন ফল ও ফসলের চাষাবাদের ভিডিও দেখতে শুরু করেন। একপর্যায়ে প্যাশন ফ্রুট চাষের একটি ভিডিও তাঁর নজরে আসে। ভিডিও দেখে চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিজেই এই ফল চাষের সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ঝিনাইদহ থেকে চারা সংগ্রহ করে জমি লিজ নিয়ে দেড় বিঘা জমিতে রোপণ করেন। চারা রোপণের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় গাছে ফুল ও ফল আসতে শুরু করে। বর্তমানে গাছের ডালে ডালে ঝুলছে কাঁচা-পাকা আনারকলি।

সরেজমিনে বাগানে গিয়ে দেখা যায়, লতানো গাছের গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ফুটেছে আকর্ষণীয় ফুল। একই সঙ্গে অনেক গাছে দেখা মিলছে কাঁচা ও পাকা ফলের। মিঠুর দাবি, কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব পদ্ধতিতে বাগানের পরিচর্যা করছেন তিনি।

জমির লিজসহ এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে বাজারে এই ফলের ভালো চাহিদা ও দাম থাকায় মৌসুম শেষে প্রায় ৮ থেকে ১০ লাখ টাকার ফল বিক্রির আশা করছেন তিনি। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই বাগান থেকে ফল বিক্রি শুরু হবে বলে জানান মিঠু।

স্থানীয় কৃষক এনামুল হক বলেন, মেহেরপুরের মাঠে এর আগে তারা এমন ফলের চাষ দেখেননি। শুরুতে নতুন এই চাষ দেখে বুঝতে না পারলেও বর্তমানে গাছে প্রচুর ফুল ও ফল দেখে তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাদের মতে, উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম এবং রোগবালাইয়ের ঝুঁকিও কম হলে এই ফল চাষে কৃষকরা লাভবান হতে পারেন।

বাগানে আসা দর্শনার্থী সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন বলেন, মেহেরপুরে এই ফলের চাষ হচ্ছে শুনে দেখতে এসেছি। আগে ইউটিউব ও ফেসবুকে প্যাশন ফ্রুট দেখেছি, কিন্তু সামনে থেকে কখনো দেখিনি। ফল দেখে ভালো লেগেছে, স্বাদও ভালো। তাই কিছু ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

আরেক দর্শনার্থী বলেন, এটি আমাদের এলাকায় নতুন একটি ফল। প্রথমবার মেহেরপুরে চাষ হয়েছে শুনে কৌতূহল থেকেই বাগানে এসেছি। ফল দেখতে সুন্দর, খেতেও ভালো লেগেছে। স্থানীয়ভাবে এ ধরনের নতুন ফলের চাষ বাড়লে কৃষকদের জন্যও নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হবে।

আনারকলি চাষি মিঠু বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন সবজির ব্যবসাও করি। ইউটিউবে বিভিন্ন ফল ও ফসলের চাষের ভিডিও দেখতে দেখতে একদিন প্যাশন ফ্রুট চাষের একটি ভিডিও দেখি। নতুন ফল হওয়ায় বিষয়টি আমার কাছে ভালো লাগে। এরপর চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি এবং ঝিনাইদহ থেকে চারা এনে জমিতে রোপণ করি।

তিনি বলেন, প্রথমদিকে অনেকেই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। অনেকে বলেছে, এই ফল মেহেরপুরে হবে না। কিন্তু গাছে ফুল ও ফল আসার পর তাদের ধারণা বদলে গেছে। এখন প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আমার বাগান দেখতে আসছেন।

মিঠুর আশা, সঠিক পরিচর্যা, বাজারজাতকরণ এবং কৃষি বিভাগের সহযোগিতা পেলে মেহেরপুরে প্যাশন ফ্রুটের বাণিজ্যিক চাষ আরও বাড়বে। এতে কৃষকদের জন্য তৈরি হতে পারে নতুন আয়ের সুযোগ।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, মেহেরপুরে নতুন এই ফলের চাষ সফল করতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালিত

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকালে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চত্বর থেকে

একটি সচেতনতামূলক র্যালি বের করা হয়। সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন অফিস চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সিভিল সার্জন অফিস মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে ‘একসাথে আরও শক্তিশালী জলাতঙ্কমুক্ত বিশ্ব গড়ি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।

আলোচনা সভায় জলাতঙ্ক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, কুকুরসহ অন্যান্য প্রাণীর কামড়ের পর দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ এবং জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

র্যালি ও আলোচনা সভায় সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফি, খলিলুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটির বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জলাতঙ্ক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার

আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম ও শাকির আহমেদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, পুলিশ পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাহিম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন এবং সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টরা।

সভায় তথ্য অধিকার আইন, জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং সরকারি দপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পেলেন হাসানুজ্জামান

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় আইপি টেলিভিশন রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পেয়েছেন মোঃ হাসানুজ্জামান।

গতকাল রোববার রাতে বাংলামোটর রাজধানী টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় থেকে মোঃ হাসানুজ্জামানের হাতে এইচআর অ্যাডমিন মোঃ আতিক স্বপন ও সিইও মোঃ লিটন হোসেন নিয়োগপত্র তুলে দেন।

রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় মোঃ হাসানুজ্জামান কে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংবাদিক সমাজসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুধীজন। তারা আশা প্রকাশ করেন, পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি গণমাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

দরপত্র আহবানের অনেক পরে সড়ক পাকা করণের কাজ শুরু হলেও নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামবাসী। তাদের অভিযোগ, যথাযথ মান বজায় না রেখে দায়সারা কাজ করা হলে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সড়কটি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সদর উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিআরআইডিপি প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি ও সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি এলাকায় ১ হাজার ৩০০ মিটার এবং সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় ৭৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজটির কার্যাদেশ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইএমএস সলিউশনের স্বত্বাধীকারী জান্নাতুল ফেরদৌস।

বর্তমানে সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকার অংশে ডব্লিউবিএম এরকাজ চলছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে প্রকল্পের নির্ধারিত মান ও নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, ডব্লিউবিএম কাজে উন্নতমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের পরিবর্তে আধলা, কাদা-মাটি মাখানো এবং পুরানো ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা সিমেন্টযুক্ত জোড়া লাগা নিম্নমানের ইটের খোয়াও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সাব-বেস স্তরে কাঁদাযুক্ত বালু ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার প্রাথমিক কাজের সময়ও নিম্নমানের বালু ও নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের পর কিছু বালু সরিয়ে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে নিম্নমানের বালু ও ইট দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হলে এবারও নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা বলেন, এই মাঠে এলাকার প্রায় দুই হাজার

মানুষের জমি রয়েছে। মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার নির্মাণকাজ চলায় কৃষিপণ্য পরিবহনসহ চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে রাস্তা টেকসই হবে না। এতে তাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

তাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও কাজের মান নিয়ে এখন নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সড়কটি যেন দ্রুত নষ্ট না হয়, সেজন্য নির্মাণকাজে নির্ধারিত মান বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার শিমুলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন বলেন, যদি কোনো ধরনের নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী থাকে, তাহলে সেগুলো ঠিকাদারকে অপসারণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো অনিয়ম আমি মানব না।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সঙ্গে মহিলা এমপির মতবিনিময়

মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মির সঙ্গে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল হাসান প্রমুখ।

সভায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের আওতায় ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে মেহেরপুর ভৈরব নদের পন্ডেরঘাট অংশে এ পোনা অবমুক্ত করা হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য (৩৩৩) ও মেহেরপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শওকত আরা আক্তার ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

এ সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আঁখি আখতার, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি, বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় ও অন্যান্য জলাশয়ে দেশীয় মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ পোনামাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নতুন মদনাডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত কর্মসূচির শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিদ্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় শান্তিকামী নাগরিকরা অংশ নেন।

পরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের তাৎপর্য ও এবারের প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য—“Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day”, যার বাংলা অর্থ “শান্তিতে বিনিয়োগ করুন—সবার জন্য, সর্বত্র, প্রতিদিন।”

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংলাপ ও সহযোগিতার বিকল্প নেই। ভিন্নমতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার এবং আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনসহ সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানে পিএফজির অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন, ওয়েভ সমন্বয়কারী সুমী বিশ্বাস, সোনিয়া আক্তার সোমেনা ও ওয়াইপিএজি সদস্য মুন্নি খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহকারী

শিক্ষক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, সহকারী শিক্ষিকা সাইফুন নেছা ও হারুন অর রশিদ, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শান্তিকামী নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর সদরে শান্তি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি যেনো মৃত্যু ফাঁদ

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের বানিজ্যিক এলাকা খ্রেত গাংনী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। কিছু স্থানের গর্তের গভিরতা এক থেকে দেড় ফিট পযর্ন্ত হবে। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এতে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সড়কটির এমন বেহাল দশা হলেও সংস্কারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না সড়ক বিভাগকে। ফলে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সড়কটি যেন এখন মরন ফাদে পরিনত হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর বলছে, বরাদ্দ না থাকায় সংস্কার কাজ করতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি গাংনী উপজেলার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। এই সড়কটি দুটি জেলার মানুষের সংযোগ সড়ক হিসেবেও পরিচিত। এ পথে বাস, ট্রাক, নসিমন, অটোরিকশা, পাখিভ্যান ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে।

কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কের অধিকাংশ জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সময় গর্তগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায়

কোথায় গর্ত আর কোথায় সমতল, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে এসড়কটি একটি দুর্ঘটনার ফাদে রুপ নিয়েছে।

পথচারী গৃহবধু শারমিন আক্তার বলেন, এইসড়কটি দিয়ে আমাদের জেলা ও উপজেলা শহরে যাওয়া লাগে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কটি, অথচ এই সড়কে চলাচল করা যায় না। কেন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছি না। এই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালকেরা সব সময় আতঙ্কে থাকেন কখন গাড়ি গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার এক চাচাতো বোনের বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি উল্টে তার হাত ভেঙে গেছে। একটু বৃষ্টি হলে সড়কটিতে পানিতে ডুবে যায়।

পাখিভ্যানচালক টিটু হোসেন বলেন, আমি ভ্যানে করে ইটসহ আড়তের মালামাল নিয়ে ভাড়ায় যায়। বর্তমানে এই রাস্তায় ভাড়া ধরতেও মন চায় না। পরিবারের মুখে একমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। অনেক সময় যা আয় হয়, গাড়ি নষ্ট হলে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা দরকার। আর কোনমতে আটকে গেলে পাঁচজন মিলে ধাক্কা দেয়া লাগে।

নসিমনচালক আক্কাস আলী বলেন, আমি প্রতিদিন চাউল লোড করে গাংনী যায়। গাংনী উপজেলায় এর চেয়ে খারাপ রাস্তা চোখে পড়ে না। আমাদের গাড়ি প্রায়ই নষ্ট হয়। মেরামত করতে বাড়তি খরচ গুনতে হয়। অনেক দুর্ঘটনাও দেখেছি। বড় কোনো দুর্ঘটনার আগেই সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

স্কুল শিক্ষক ফারুক আহমদ বলেন, আমাদের বাচ্চাদের স্কুল কলেজ যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি। অথচ বতর্মান সময়ে এই সড়কটি দিয়ে চলাচল করা একদম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় কাদা-পানি লেগে পোশাক নষ্টের পাশাপাশি শারীরিক ভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এটি দ্রুত সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

বামন্দী পশুহাট ইজারাদার আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস বলেন,জেলার সবচেয়ে বড় পশুহাট বামন্দী। যেখান থেকে জেলার সবচেয়ে বেশি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে । এই অঞ্চলে জেলা সবচেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেশি। অথচ সেই বাজারের সড়কটির এমন বেহাল দশা। ভাবতেই খারাপ লাগে। আমাদের দাবি সড়কটি যেনো দ্রুত সংস্কার করা হয়। সেই সাথে এই সড়কের জলাবদ্ধতা নিরষনের জন্য ড্রেনেজ ব্যাবস্থা খুবই জরুরি। তা না হলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে না।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, বামন্দী-কাজীপুর সড়ক মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ আসলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

মেহেরপুর-৭৪/২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা বলেন,সড়কটি অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই সড়কসহ উপজেলার অন্যান্য সড়কের বিষয়ে ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।